দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 SEP 1985
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

010

শিক্ষাঙ্গনে

'ইসলামী শিক্ষা' নামে বি, সি, এস, ক্যাডার চাই

বাংলাদেশ সরকার সাম্প্রতিক এক ঘোষণা বলে বাংলাদেশ বেসামরিক চাকরি (পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮০ সংশোধন করেছেন। ফলে বেসামরিক চাকরি ক্ষেত্রে ৩০টি চাকরি ক্যাডার সৃষ্টি হয়েছে। এটি খুবই আশা ও আনন্দের কথা। কিন্তু 'সাধারণ শিক্ষা' নামে পৃথক একটি ক্যাডার সৃষ্টি করা হলেও দশকোটি মুসলমানের এই বাংলাদেশে 'ইসলামী শিক্ষা' নামের ক্যাডার ঘোষিত হয়নি। অথচ প্রতি বছর বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে বিপুল সংখ্যক ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম বেড়িয়ে আসছেন। এরা এই বাংলাদেশেরই নাগরিক, এই দেশেরই একটি শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত।

এদেশের মাদ্রাসাগুলোতে বিজ্ঞান পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে তাদের যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে না। তাদেরকে ফাজিল পাস করলে বি, এ মানের সমমর্যাদা দেয়া হচ্ছে (মাদ্রাসা কিংবা স্কুল কলেজের শিক্ষকতার ক্ষেত্রে)। কিন্তু তাদের বি, সি, এস, করার কোন সুযোগ রাখা হয়নি।

পক্ষান্তরে শুধু কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের দিকে লক্ষ্য রেখেই বি, সি, এস, পরীক্ষায় "কারিগরী শিক্ষা ক্যাডার" সৃষ্টি হয়েছে। ভাগাভাগি করার ফলে প্রথমেই দুটি মৌলিক স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পৃথক করতে হয়। একটি মাদ্রাসা শিক্ষা অন্যটি সাধারণ শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষার মধ্যে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং (কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে) ব্যবসা প্রশাসন, কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা মাধ্যম অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে আধুনিক বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তা এখন পর্যন্ত নিছক ধর্মীয় শিক্ষা রূপেই বিবেচিত হয়ে আসছে। ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য এই দেশের সকল সরকারের ইপ্সিত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেলেও কার্যকরীভাবে তারা তা জাতির সামনে প্রদর্শন করতে পারেননি। তাই আমরা আশা করব, আমাদের বর্তমান সরকার অবশ্যই মাদ্রাসা শিক্ষিতদের এ মৌলিক সমস্যাটি বিবেচনা করে দেখবেন। কারণ দীর্ঘ ষোল বছর অধ্যয়নের পর চাকুরী পাওয়ার জন্য যদি পুনরায় প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার সার্টিফিকেটের পেছনে ছুটতে হয় তবে জীবনের তাৎপর্যময় ষোলটি বছর খুইয়ে লাভ কি? আর এমনি অসতর্কতায় যদি এ শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল অবহেলিতই থেকে যায় তবে সঙ্গত কারণেই তারা উদ্বিগ্ন হবেন। তাই আমাদের আবেদন ইসলামী শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে এবং মাদ্রাসা শিক্ষিতদেরকে কর্মে বিনিয়োগ করার লক্ষ্যে 'ইসলামী শিক্ষা' নামে বি, সি, এস, ক্যাডার অনুমোদন করা হোক।

আহমাদ সালিম

একটি এবতেদায়ী মাদ্রাসার কথা

স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো বর্তমানে জনগণের কাছে বেশ সমাদৃত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ টেপিরবাড়ী দেওপাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাসাটি সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী এবং কমিটি দ্বারা সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কমিটি ও জনগণের সাহায্যে এ বছর মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে ২,০০০ (দু হাজার) টাকার বই এবং কিতাব সরবরাহ করা হয়েছে। এ মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২শ'। ১ম শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ৫ জন শিক্ষক দ্বারা বাংলা, ইংরেজী, অংক, আরবী, উর্দু, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোলসহ এবতেদায়ীর সমস্ত পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হয়। এর সাথে প্রাইমারী স্কুলের মত ফুটবল খেলা, কুচ-কাওয়াজ এবং বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে থাকে।

গত ১-১-৮৪ ইং তারিখ হতে মাদ্রাসাটি সরকারী মঞ্জুরীপ্রাপ্ত হওয়ার পর মাত্র প্রথম কিস্তির অনুদান বাবত ৮,৫৫০/- টাকা পেয়েছে। আর একটি অনুদানের আসন্ন সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। এ এলাকার অভিভাবকবৃন্দ উৎসাহের সাথে মাদ্রাসার ছাত্র পাঠাতে দ্বিধা বোধ করছেন না। বেতন না পাওয়াতেও শিক্ষকবৃন্দ নিরুৎসাহ হননি। এ ইসলামী প্রতিষ্ঠানের জন্য সুদৃষ্টি কামনা করি।

মোঃ রইছ উদ্দীন
শিক্ষক, টেমরিবাড়ী দেওপাড়া এবতেদায়ী মাদরাসা।